খোকন সোনা

খোকন সোনা

প্রাচীন রুশী রূপকথা অবলম্বনে:
আলেক্সেই তলস্তোয়

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ

ছবি এঁকেছেন ইউলিয়ান করোভিন

মস্কো

প্রগতি প্রকাশন

এক যে ছিল বুড়ো-বুড়ি। তাদের কোনো ছেলেপুলে ছিল না। বয়সের তো লেখাজোখা নেই — এত বুড়ো, কিন্তু কোলে কোনো খোকাখুকুই তাদের এলো না।

শেষ পর্যন্ত তারা কাঠের পুতুলই একটা তৈরি করলো, তারপর তাকে কাঁথায় জড়িয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াতে লাগলো:

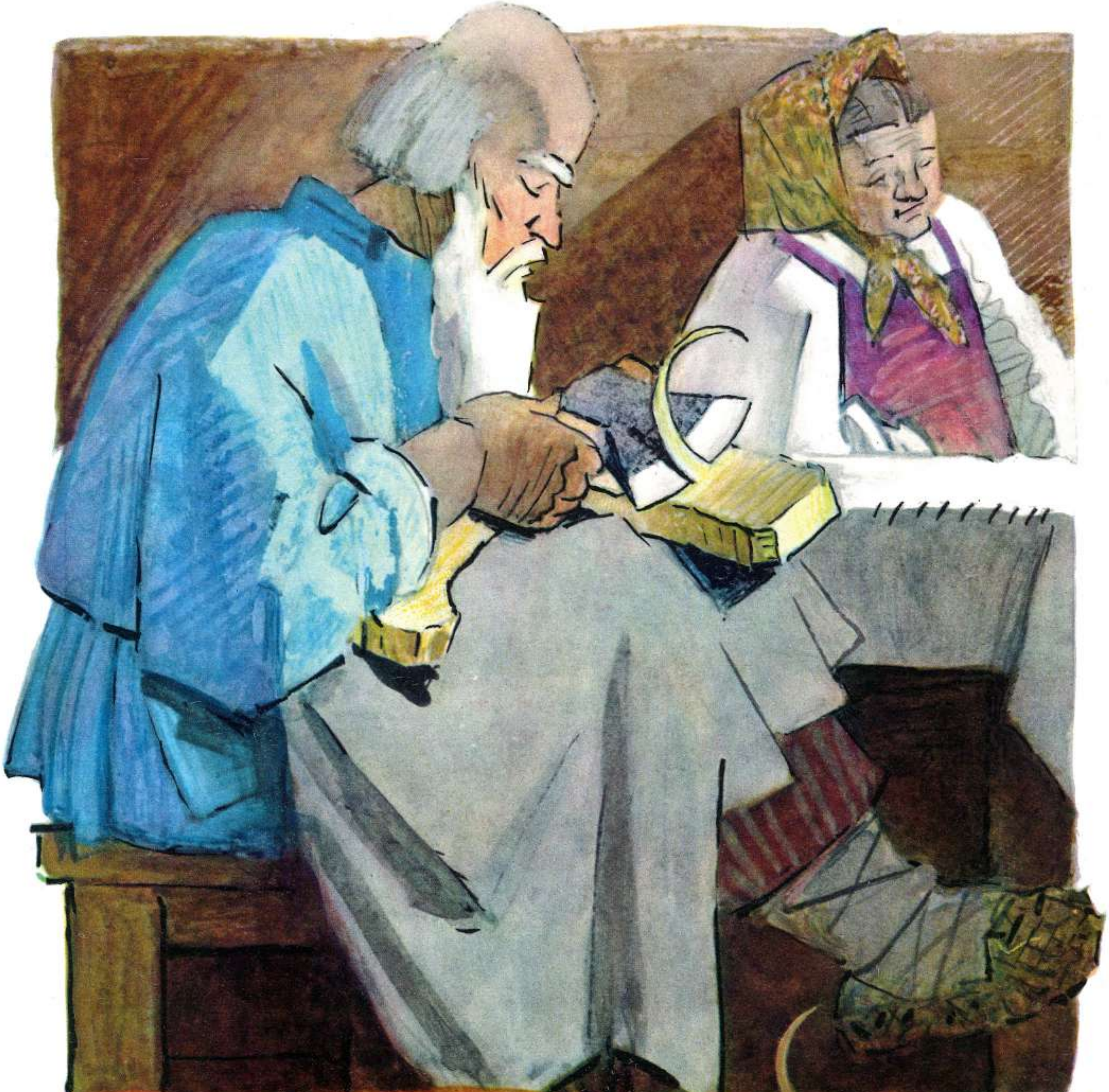

— ঘুমো তো দেখি লক্ষ্মী
খোকন সোনা আমাদের !
পাখি ঘুমুলো ল্যাজঝোলা,
পাখি ঘুমুলো হরবোলা,
ঘুমিয়ে রয় কাঠবিড়াল,
ঘুমিয়ে রয় খ্যাঁকশিয়াল;
ঘুমো তো দেখি আমাদের
খোকন সোনা লক্ষ্মী !

দোল দোল দুলুনি, দোল দোলায় আর ঘুম পাড়ায়; শেষে তখন— পুতুলটাই হয়ে গেল যে খোকন সোনা, সত্যিকারের যেন ননীর পুতুল।

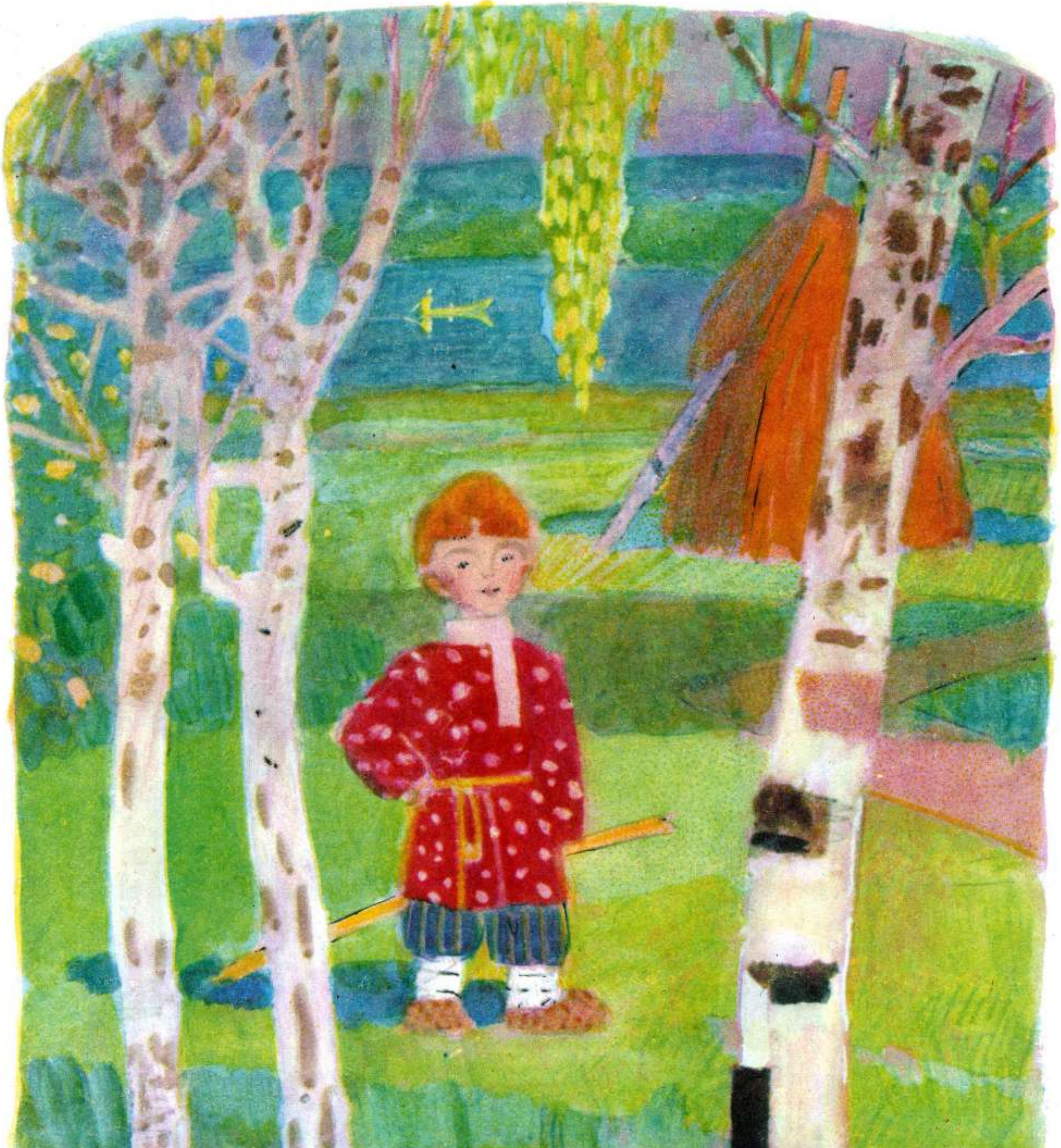

খোকাবাবু একটু একটু করে বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে তার বুদ্ধি-আক্কেল। বুড়ো তাকে একটা ডিঙি তৈরি করে দিলো, সাদা রংয়ে রং করে দিলো সেটা, আর বৈঠা —লাল রংয়েতে রাঙিয়ে দিলো।

ব্যস্, খোকন তো তখন চড়ে বসলো ডিঙি, আর বলতে লাগলো:

— ডিঙি, ওরে ডিঙি, চল্ তো ভেসে দূরে;
ডিঙি, ওরে ডিঙি, চল্ তো ভেসে দূরে।

তখন চললো ভেসে ডিঙি দূরে, আরো দূরে। মাছ ধরতে থাকে খোকনবাবু, আর তার মা ওদিকে তৈরি করতে থাকে দুধু-ছানা।

তারপর তীরে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে বুড়ি-মা:

— খোকন, আমার খোকন সোনা,
নদীর পাড়ে ভেসে আয় না,
এনেছি ওরে দুধ-ছানা।

অ-নে-ক দূর থেকে শুনতে পায় খোকন মা-র গলা, ভেসে আসে তীরের কাছে। মা নিয়ে নেয় মাছগুলো, খোকনকে দুধ খাওয়ায়, ছানা খাওয়ায়, জামা-কাপড় আর কোমরের বেল্ট পাল্টে দেয়, তারপর ফের পাঠিয়ে দেয় মাছ ধরে আনতে।

এদিকে এ-খবরটা জানতে পেরেছে ডাইনি বুড়ি। সে তখন তীরে এসে দাঁড়ায় আর সাংঘাতিক গলায় ডাকতে থাকে খোকনকে:

— খোকন, আমার খোকন সোনা,
নদীর পাড়ে ভেসে আয় না,
এনেছি ওরে দুধু-ছানা।

খোকন কিন্তু ঠিকই চিনতে পেরেছে, আরে, এ তো মা-র গলা নয়; তখন সে বলতে থাকে:

— ডিঙি, ওরে ডিঙি, চল্ তো ভেসে দূরে,
আমার মা তো ডাকছে না রে।

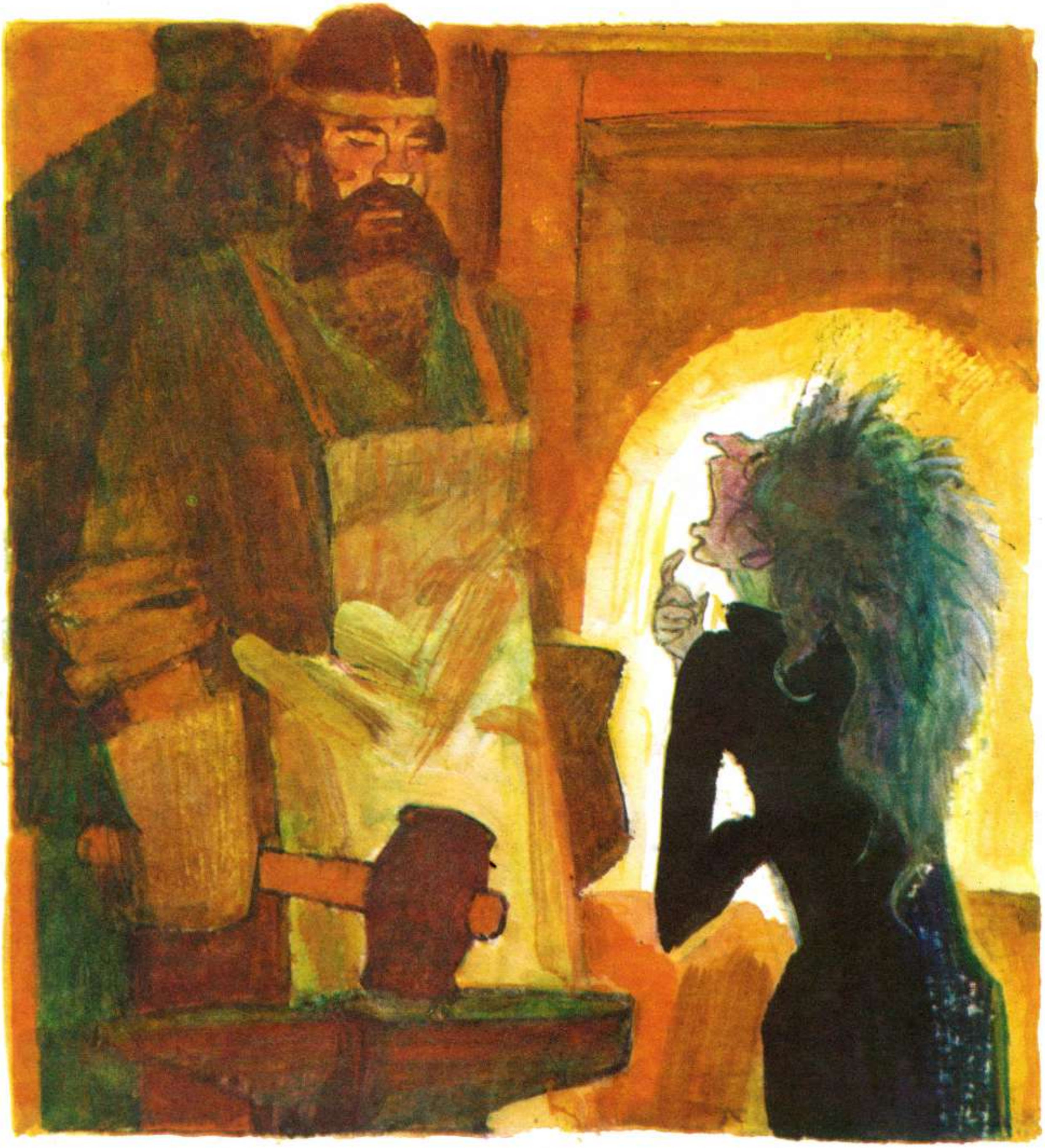

তখন ডাইনি বুড়ি দৌড়ুলো কামারবাড়ি; বললো গিয়ে কামারকে: 'আমার গলা নতুন করে গড়িয়ে দাও, ঠিক যেন হয় খোকনের মা-র গলা।'

কামার পাল্টে দিলো তার গলা। ডাইনি তবে ফের ছুটলো নদীর তীর, আর একেবারে অবিকল মা-র গলা নকল করে ডাকতে লাগলো সুর করে:

— খোকন, আমার খোকন সোনা,
নদীর পাড়ে ভেসে আয় না,
এনেছি ওরে দুধ-ছানা।

এবারে খোকন ভুল করলো মা-র গলা বলে, নৌকো ভাসিয়ে এলো ডাঙায়। ডাইনি তখন পাকড়াও করলো তাকে, পুরলো থলির মধ্যে, তারপর দৌড়ে পালালো সেখান থেকে।

মুরগীর ঠ্যাংয়ের উপর তৈরী তার কুঁড়েতে নিয়ে এলো সে খোকনকে, আর নিজের মেয়েকে হুকুম দিলো: 'ওলো আলিওন্‌কা, চুলোয় আগুন জ্বাল গনগনে, খোকনকে ভাজ ভালো করে।'

তারপর নিজে ফের বেরিয়ে গেল শিকার ধরতে।

এদিকে তো আলিওন্‌কা আগ্‌ন জ্বাললো চুলোয় — গনগনে লাল, টকটকে লাল, পরে ডাকলো খোকনকে:

— এই বেলচাটায় শোও তো দেখি।

খোকন উঠে বসলো বেলচার উপর, হাত-পা খ্‌ব ছড়িয়ে-ছাড়িয়ে, ফলে চুলোর মধ্যে ঢোকানো গেল না।

তখন ফের আলিওন্‌কা বলে:

— আরে, অমন করে শোয় না।

— আমি তো পারি না, দেখিয়ে দাও না কেমন করে...

— কেমন করে আর — যেমনি করে বিল্লি ঘ্‌মোয়, যেমনি করে কুকুর ঘ্‌মোয়, তেমনি করে তুমি শ্‌য়ে পড়ো।

— তুমি নিজে শ্‌য়ে একবার শিখিয়ে দাও না ছাই!

আলিওন্‌কা তখন উঠে বসে বেলচায়, আর অমনি আমাদের খোকন সোনা তাকে চুলোর মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েই চুলোর মুখ দ্যায় বন্ধ করে। আর নিজে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিরাট বড়ো এক ওক গাছে চড়ে বসে।

ওদিকে ডাইনি বুড়ি তাড়াতাড়ি করে ঘরে ফিরলো, চুলোর মুখ খুলে টেনে বের করলো আলিওন্‌কাকে, পেট পুরে খেল তাকে, হাড়গোড় খেল চেঁচেপুঁছে। তারপর উঠোনে বেরিয়ে গেল, ঘাসের উপরে শুয়ে মনের আনন্দে গড়ান দিতে লাগলো।

শুয়ে শুয়ে গড়াগড়ি দ্যায় আর বলতে থাকে:

— বেশ তো শুয়ে গড়ান খাস,
পেটের ভেতর খোকার মাঁস।

গাছের ওপর থেকে খোকন তখন জবাব দ্যায়:

— ভালো রে শুয়ে গড়ান খাস,
পেটেতে তোর মেয়ের মাঁস!

ডাইনি বলে:
— আরে, পাতাগুলো যেন বলছে কী?
তারপর নিজে নিজেই ফের:

— বেশ তো শুয়ে গড়ান খাস,
পেটের ভেতর খোকার মাঁস!

তক্ষুনি ফের খোকন বলে:

— ভালো রে শুয়ে গড়ান খাস,
পেটেতে তোর মেয়ের মাঁস!

ডাইনি বুড়ি এবার ভালো করে তাকাতেই ওক গাছের মাথায় দেখতে পায় খোকনকে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে গাছের উপর সে, ওক গাছকেই কামড়ে-কামড়ে কেটে ফেলতে শুরু করে দ্যায়। কামড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে — অমনি পুটুস-পুট, পুটুস-পুট, দু-দুটো দাঁত সামনের ভেঙে গেল বুড়ির, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো সে কামারশালে।

— কামার ভাই, কামার ভাই! লোহার দুটো দাঁত গড়িয়ে দাও না!

কামার দিলো গড়িয়ে দুটো দাঁত।

ডাইনি বুড়ি ফের ফিরে এলো, আর ফিরেই আবার ওক গাছ কামড়ে-কামড়ে কাটতে শুরু করলো। কামড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে — ফের পুটুস-পুট, পুটুস-পুট, দু-দুটো দাঁত নিচের ভেঙে গেল বুড়ির।

ছুটলো ফের কামারশালে।

— কামার ভাই, কামার ভাই! আরো দুটো লোহার দাঁত গড়িয়ে দাও না।

কামার তাকে গড়িয়ে দিলো আরো দুটো দাঁত।

আবার ফিরে এলো ডাইনি বুড়ি, আর ফিরেই ফের ওক গাছ কামড়ে-কামড়ে কাটতে শুরু করলো। দিচ্ছে কামড় — কাঠের কুচি ছিটকে পড়ছে।

ওক গাছে এদিকে ততক্ষণে শব্দ হচ্ছে মড়মড় করে, টলতে শুরু করেছে ওক গাছ।

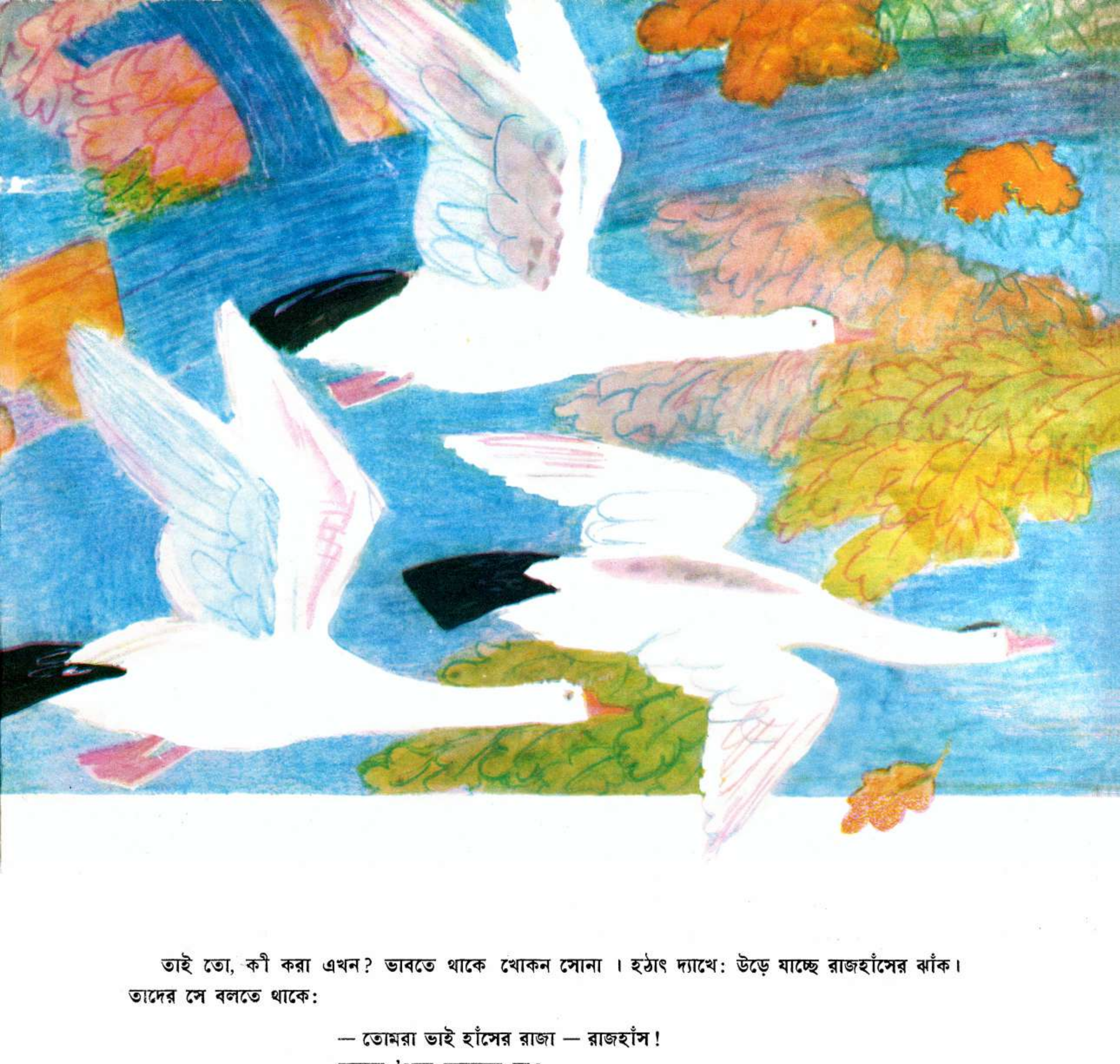

তাই তো, কী করা এখন? ভাবতে থাকে খোকন সোনা । হঠাৎ দ্যাখে: উড়ে যাচ্ছে রাজহাঁসের ঝাঁক। তাদের সে বলতে থাকে:

— তোমরা ভাই হাঁসের রাজা — রাজহাঁস!
ডানার 'পরে আমাকে নাও,
বাপ-মা'র কাছে পৌঁছে দাও!

আর রাজহাঁসেরা তবে জবাব দ্যায়:

— কঁ-কঁ, আমাদের পিছে আসছে অনেক — তোমাকে তারা উঠিয়ে নেবে।

এদিকে ডাইনি বুড়ি কামড়ে-কামড়ে কুরে খাচ্ছে গাছ আর তাকিয়ে দেখছে খোকনকে, লালা ঝরছে মুখে — ফের কামড়াচ্ছে গাছ...

হাঁসের দল — ফের আসছে আর এক ঝাঁক। খোকন বলে চেঁচিয়ে:

— তোমরা ভাই হাঁসের রাজা — রাজহাঁস!
ডানার 'পরে আমাকে নাও,
বাপ-মা'র কাছে পেঁছে দাও!

রাজহাঁসেরা জবাব দ্যায়:

— কঁ-কঁ, আসছে পিছে আর এক হাঁস, সে-ই তোমাকে উঠিয়ে নেবে, পেঁছে দেবে।

ওক গাছ কেটে ফেলতে ডাইনি বুড়ির বেশি দেরী নেই আর। এ-ই... এ-ই... ব্যস্, ভেঙে পড়লো ওক গাছ।

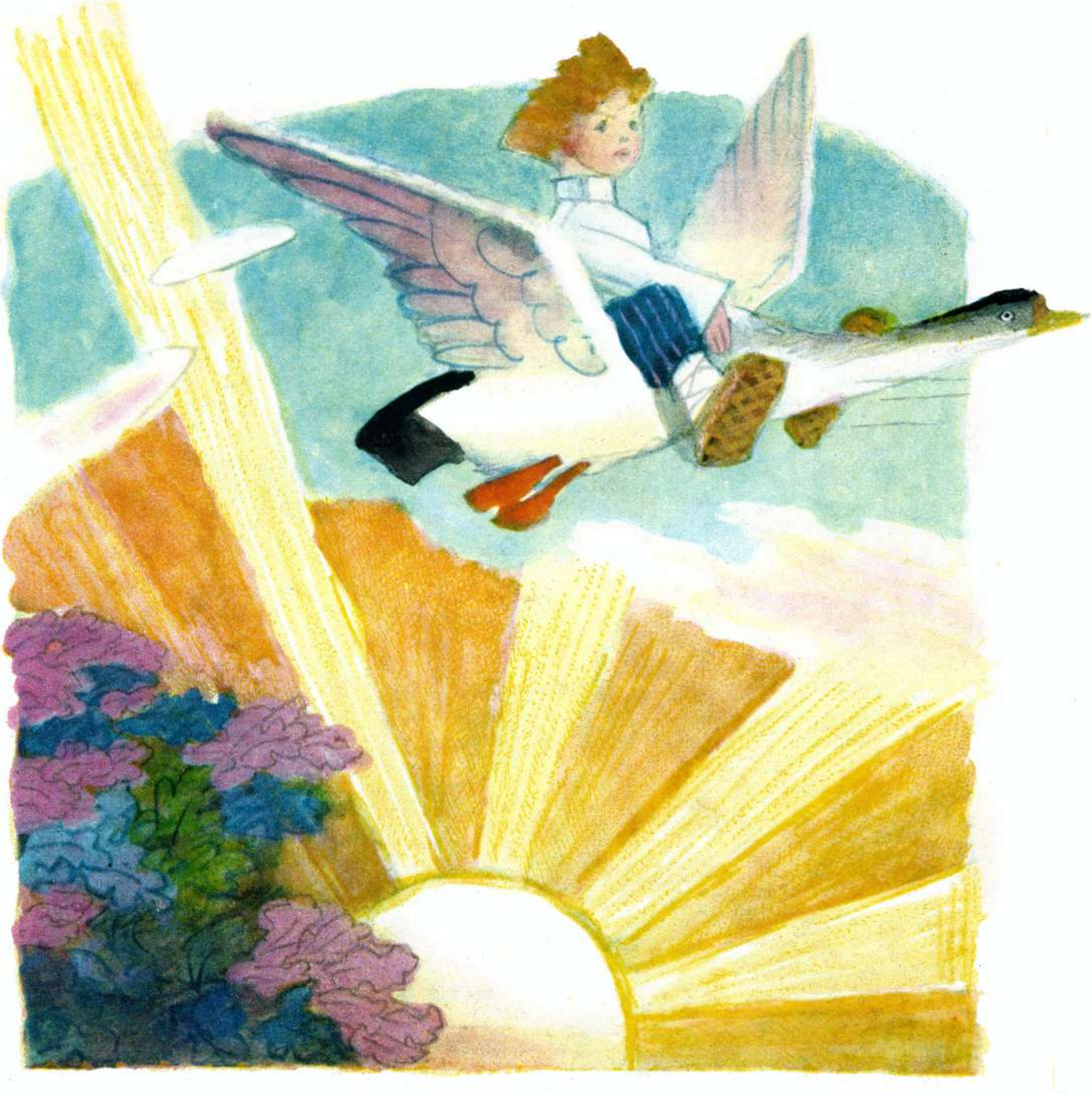

রাজহাঁস উড়ে আসছে দেখি। খোকন তাকে চেঁচিয়ে বলে:

— রাজহাঁস ভাই, হাঁসের রাজা তুমি! আমায় নাও, ডানার উপর বসিয়ে নিয়ে আমার বাপ-মা'র কাছে পৌঁছে দাও!

রাজহাঁসটা নেমে আসে, ডানার উপর বসিয়ে নেয় খোকনকে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপরেতে উড়তে থাকে — খোকনদের ঘরের পানে।

নিজের কুঁড়েঘরের কাছে পৌঁছে গেল তারা, ঘাসের উপর নেমে পড়লো।

মা বুড়ি তখন খাবার তৈরি করছে — পাটিসাপটা, আর ভাবছে তার খোকন সোনার কথা, আর বিড়বিড় করে বলছে বুড়োকে:

— এইটে হলো তোমার পাটিসাপটা, আর এইটা আমার।

জানালার ওপার থেকে খোকন তখন বলে ওঠে:
— আর বলি, কই আমার?
বুড়ি-মা সে-কথা শুনতে পেয়ে বলে ওঠে:
— দ্যাখো তো বুড়ো, কে যেন চায় প্যাটিসাপটা!

বুড়ো-বাপ ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পায় তাদের খোকন সোনাকে। বুড়ি-মা'র বুকে এনে দ্যায় ছেলেকে — তারপর খুশিতে সে কী আদর, জড়াজড়ি!

হ্যাঁ, রাজহাঁসকে পেট ভরে তারা খাবার দিলো, জল খাওয়ালো, যা-ইচ্ছে-তাই যেমন খুশি বেড়াতে দিলো; আর তখন, রাজহাঁস তার বিরাট বড়ো বড়ো ডানা ছড়িয়ে উড়ে গেল সামনে পানে, এক্কেবারে তার ঝাঁকের মাথায়। আর সবসময়ে মনে রাখলো সে আমাদের খোকন সোনাকে।

ТЕРЕШЕЧКА

**Русская народная сказка
в обработке А. Толстого**

На языке бенгали

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · প্রগতি প্রকাশন · মস্কো · ১৯৭৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$T \frac{70801-301}{014(01)-77}$ 615-76